বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন

BANGLADESH KICKBOXING ASSOCIATION

গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

২৬৪, মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন
গঠনতন্ত্র (CONSTITUTION)

সূচিপত্র

১.	অনুচ্ছেদ-১	:	সূচনা ও শিরোনাম	১
২.	অনুচ্ছেদ-২	:	সংজ্ঞা	২
৩.	অনুচ্ছেদ-৩	:	পতাকা, প্রতীক ও পোশাক	২-৩
৪.	অনুচ্ছেদ-৪	:	এসোসিয়েশনের সদর দপ্তর	৩
৫.	অনুচ্ছেদ-৫	:	এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩-৪
৬.	অনুচ্ছেদ-৬	:	এফিলিয়েটেড সংস্থাসমূহ	৫
৭.	অনুচ্ছেদ-৭	:	সাধারণ পরিষদ	৫-৭
৮.	অনুচ্ছেদ-৮	:	সাধারণ পরিষদের সভা	৭-৮
৯.	অনুচ্ছেদ-৯	:	সাধারণ পরিষদের সদস্য পদ বাতিল	৮
১০.	অনুচ্ছেদ-১০	:	নির্বাহী পরিষদ	৮-১০
১১.	অনুচ্ছেদ-১১	:	নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০-১২
১২.	অনুচ্ছেদ-১২	:	উপ-কমিটি	১২
১৩.	অনুচ্ছেদ-১৩	:	নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদ শূন্য/বাতিল/পুন:প্রাপ্তি	১২-১৩
১৪.	অনুচ্ছেদ-১৪	:	এসোসিয়েশনের হিসাব নিরীক্ষা ও কার্যক্রম	১৩
১৫.	অনুচ্ছেদ-১৫	:	তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা	১৩
১৬.	অনুচ্ছেদ-১৬	:	খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল	১৪
১৭.	অনুচ্ছেদ-১৭	:	অর্থ বছর	১৪
১৮.	অনুচ্ছেদ-১৮	:	দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ/যোগ্যতা	১৪-১৫
১৯.	অনুচ্ছেদ-১৯	:	প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি	১৬
২০.	অনুচ্ছেদ-২০	:	বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী	১৬
২১.	অনুচ্ছেদ-২১	:	শৃঙ্খলা/শাস্তি/আইনগত ব্যবস্থা/আরবিট্রেশন	১৬-১৭
২২.	অনুচ্ছেদ-২২	:	গঠনতন্ত্র সংশোধন/ব্যাখ্যা	১৭
২৩.	অনুচ্ছেদ-২৩	:	নির্বাচনী বিধিমালা	১৭-১৮

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন

BANGLADESH KICKBOXING ASSOCIATION

অনুচ্ছেদ-১: সূচনা ও শিরোনাম

সূচনা ঃ

দেশের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠকগণ বিগত ২৮ শে অক্টোবর ১৯৯৩ইং সাল থেকে আধুনিক বিশ্বের মার্শাল আর্ট "কিক্‌বক্সিং" বাংলাদেশে ক্রীড়া চর্চা হিসাবে প্রচলন ও পরিচিতি করান। তাঁরা এই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর নিরলস পরিশ্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারাদেশে 'বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ার সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরী করেন। এরই ফলশ্রুতিতে গত ২৩ শে ডিসেম্বর' ২০১০ইং তারিখ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে 'বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন' নামে ও বরাবরে প্রজ্ঞাপণ জারির মাধ্যমে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত বিধিমালা অনুযায়ী এই এসোসিয়েশনের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলো।

শিরোনাম ও এলাকা ঃ

দেশে বিশ্ব মার্শাল আর্টের একটি জনপ্রিয় খেলা কিক্‌বক্সিং-এর বিকাশ, উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শরীর-মনকে সুস্থ্য রাখা এবং আত্মরক্ষার কলাকৌশলরূপে খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু, কিশোর, যুবক-যুবমহিলার পাশাপাশি মধ্যবয়স্ক পুরুষ/মহিলাদের নৈপূণ্য ও আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় সাধনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নাম স্মরণ করে এই গঠনতন্ত্র রচিত হলো। এছাড়াও এই খেলা আধাসামরিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই খেলা বর্তমানে বিশ্বে একটি বৈজ্ঞানিক, অত্যাধুনিক ও দ্রুত প্রয়োগশীল খেলা হিসেবে পরিচিত যা এশিয়ান অলিম্পিক, বিশ্ব অলিম্পিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খেলা। কিক্‌বক্সিং খেলা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী হিসেবে দেশ গড়ার কারিগররূপে তৈরী করতে সাহায্য করবে। সমগ্র বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ সাধনকল্পে বাংলাদেশের সকল অঞ্চল এই গঠনতন্ত্রের আওতাধীন থাকবে। সেই আকাঙ্ক্ষা এই গঠনতন্ত্রে অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিম্নে প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সংজ্ঞা

২.১ এসোসিয়েশন বলতে বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন (Bangladesh Kickboxing Association) এবং সংক্ষেপে 'বিকেএ' (BKA) বুঝাবে।

২.২ 'সদস্য' বলতে বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন কর্তৃক স্বীকৃত জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সার্ভিসেস দল ও অনুমোদিত ক্লাব বা সংস্থাকে বুঝাবে।

২.৩ 'নির্বাহী পরিষদ' বলতে কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝাবে।

২.৪ কোন পুরুষ/মহিলা বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন এবং WAKO (World Association of Kickboxing Organization)-এর নিয়মানুযায়ী কিক্‌বক্সিং খেললে তাকে 'কিক্‌বক্সিং খেলোয়াড়' বুঝাবে।

২.৫ 'সাধারণ পরিষদ' বলতে এসোসিয়েশন অধিভূক্ত সব সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বুঝাবে এবং এই পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ পতাকা, প্রতীক ও পোষাক

৩.১ পতাকা ঃ

পতাকার মাপের অনুপাত হবে ১০" × ৬" ইহার মধ্যবর্তী স্থান দৈর্ঘ্যকে $৫\frac{১}{২}$"× $৪\frac{১}{২}$" মাপে ভাগ করা হবে এবং প্রস্থকে ৩" × ৩" মাপে ভাগ করা হবে। অতপর এই দুইভাগের ছেদবিন্দুকে কেন্দ্র করে $৪\frac{১}{২}$" ব্যাসার্ধের বৃত্তে সংগঠনের প্রতীক অংকিত হবে। পতাকার রং হবে সাদা। পতাকা যতই ছোট বা বড় হোক সবক্ষেত্রেই এই অনুপাত ব্যবহৃত হবে।

৩.২ প্রতীক ঃ

$১\frac{১}{২}$" ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত সাদা জমিনের উপর অংকিত হবে। বৃত্তের ভিতরে বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন লেখাটি সাদা কালি দ্বারা সবুজের উপরে লেখা থাকবে এবং বৃত্তের নিম্নাংশ দুই লেখার মধ্যবর্তী অংশটি তিনটি সাদা তারা যাহার পাঁচটি ত্রিভুজ থাকবে। প্রতীকের ভিতরে লড়াইরত দু'জন কিক্‌বক্সার থাকবে। যাহা কালো কালিতে থাকবে। লড়াইকারী দু'জনের ডানদিকে অবস্থানরত কিক্‌বক্সারের ডান পা অপর বক্সারের মুখ বরাবর থাকবে। দুই বক্সারের তিন পা হলুদ কালির ম্যাটে দাঁড়ানো অবস্থায়

থাকবে। দুই বক্সারের পিছনে সূর্যের আলোর বিকিরণ থাকবে; যা আটটি ত্রিভুজ আকৃতির দ্বারা লাল কালিতে অংকিত থাকবে।

৩.৩ **পোষাক ঃ**

জাতীয়: কিক্‌বক্সিং এর পোষাক কালো কাপড়ের হবে। যার কিমোনোর কলার হতে নিম্নাংশ পর্যন্ত দুই পার্শ্ব ১ ইঞ্চি পুরু কালো কাপড়ে মোড়ানো থাকতে হবে। কিমোনোর হাতা কনুই পর্যন্ত হতে হবে। হাতার সামনের অংশ ১" পুরু কালো কাপড়ে মোড়ানো থাকতে হবে। পায়জামার নীচের অংশের শেষ প্রান্তে ১" পুরু কালো কাপড় মোড়ানো থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সদর দপ্তর

বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশনের সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হবে।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৫.১ দেশে ক্রীড়া ও খেলাধুলার সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক নিয়ম ও নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখা।

৫.২ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুস্থ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া চর্চার ক্ষেত্র তৈরী করা এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করা।

৫.৩ বাংলাদেশে কিক্‌বক্সিং সংগঠন, প্রশিক্ষক তৈরী, প্রশিক্ষণ ও সার্বিক সমন্বয়।

৫.৪ বাংলাদেশে কিক্‌বক্সিং খেলার প্রচার, প্রসার, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

৫.৫ কিক্‌বক্সিং খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

৫.৬ বাংলাদেশে কিক্‌বক্সিং খেলোয়াড়ের খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব সৃষ্টি করা।

৫.৭ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফেডারেশন/সংশ্লিষ্ট জেলা ও অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও স্বীকৃতি লাভ/প্রদান।

৫.৮ গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিধি/উপ-বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় গঠনতন্ত্র বহির্ভূত আইন প্রণয়ন।

৫.৯ প্রবীণ খ্যাতনামা সংগঠক ও খেলোয়াড়দের স্মৃতি রক্ষা করা।

৫.১০ আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা।

৫.১১ আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.১২ সংস্থা ও ক্লাবসমূহের সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি দান।

৫.১৩ দেশব্যাপী ব্যাপক কিক্‌বক্সিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫.১৪ বিভিন্ন খেলাধূলা অথবা আন্তর্জাতিক খেলার ব্যবস্থা করে অর্থ সংগ্রহ করা।

৫.১৫ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিক্‌বক্সিং খেলার উপর ক্যাম্প, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা ইত্যাদির আয়োজন করা।

৫.১৬ এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং মতবিরোধ দূরীকরণে সহায়তা করা।

৫.১৭ বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন ও তাদের কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

৫.১৮ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা/প্রধান প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষকগণ/কর্মকর্তা যাদের অবদান/অক্লান্ত পরিশ্রমে এসোসিয়েশন গঠন/উন্নয়ন/অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাদের স্মৃতি/ছবি এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে প্রদর্শণ ও সংরক্ষণ করা।

৫.১৯ উপরে বর্ণিত আইনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করা ও বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনাবলী সংগ্রহকরণ।

৫.২০ কিক্‌বক্সিং বাংলাদেশ দলের বিদেশে অথবা দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য দল বাছাই ও গঠন এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা করা।

৫.২১ অনুমোদিত সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের অনুমোদন ও সহযোগিতা করা।

৫.২২ দেশব্যাপী কিক্‌বক্সিং খেলোয়াড়, রেফারি ও কোচদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫.২৩ এসোসিয়েশনের স্বার্থে সম্পত্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা।

৫.২৪ দরিদ্র/মেধাবী প্রতিবন্ধী/ সংগঠক/রেফারী/প্রশিক্ষকগণকে আর্থিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৫.২৫ এসোসিয়েশনের সাথে সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠনসমূহকে কারিগরি সাহায্য/মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

৫.২৬ কিক্‌বক্সিং খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণিকা, সাময়িকী প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সংযুক্ত (এফিলিয়েটেড) সংগঠন সমূহ

৬.১ জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থা সমূহকে বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকবে ঃ

৬.১.১ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৬.১.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৬.১.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৬.১.৪ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৬.১.৫ বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৬.১.৬ বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৬.১.৭ বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৬.১.৮ প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড।

৬.১.৯ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহ।

৬.১.১০ জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ।

৬.১.১১ প্রতিটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬.১.১২ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৬.১.১৩ এসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত ক্লাবসমূহ।

৬.২ উপরোক্ত সংস্থা সমূহ (অনুচ্ছেদ ৬.১ এ বর্ণিত) ছাড়া অন্যান্য সংস্থা/সংগঠন যারা যেকোন চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণে আগ্রহী হবে তাদেরকে এসোসিয়েশনের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৬.৩ ৬.১ এ উল্লেখিত সংস্থা সমূহ নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত এফিলিয়েশন ফি প্রদান করবে।

৬.৪ কোন সংস্থা এফিলিয়েশন ফি প্রদানে ব্যর্থ হলে তার এফিলিয়েশন বাতিল হবে। সেক্ষেত্রে বকেয়া ফি এবং নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত শাস্তি গ্রহণ পূর্বক এফিলিয়েশন নবায়ন করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সাধারণ পরিষদ

৭.১ বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশনের একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে।

৭.২ ৬.১ এ উল্লেখিত সংস্থাসমূহ সাধারণ পরিষদ সদস্য হতে পারবে। তবে এজন্য পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

৭.৩ সাধারণ পরিষদ সদস্যের যোগ্যতা:

৭.৩.১ বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত ক্লাব/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/ কর্পোরেশন/ইউনিট প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবে।

৭.৩.২ বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন অথবা অন্য কোন ফেডারেশন কর্তৃক শাস্তি প্রদান ও বহিষ্কৃত ব্যক্তি সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।

৭.৩.৩ অনুচ্ছেদ ৬.১ এ বর্ণিত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি এসোসিয়েশনের বিধিবদ্ধ নীতি অনুসারে সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবে।

৭.৩.৪ নিয়ম শৃঙ্খলা বিরোধ কাজে লিপ্ত ও সাজাপ্রাপ্ত/ উন্মাদ ব্যক্তি সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।

৭.৩.৫ জাতীয় প্রতিযোগিতা বা এরূপ সমপ্রতিযোগিতায় তিনবার অংশগ্রহণ করেছে ঐ সকল জেলা ও বিভাগীয়/অন্যান্য সংস্থা ফেডারেশনের অনুমোদিত রেজিস্ট্রিকৃত ক্লাব হতে অনধিক একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে সদস্য হিসাবে প্রেরণ করতে পারবে।

৭.৩.৬ যে সকল সংস্থা ভোট দেয়ার অধিকার রাখে এমন সংখ্যা হতে ভোট দেয়ার জন্য শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধ প্রেরণ করতে পারবে। অত্র সংস্থাতে অবশ্যই কিক্‌বক্সিং প্রতিনিধি কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে। উক্ত প্রতিনিধিকে অবশ্যই বিকেএ কর্তৃক নূন্যতম ৫(পাঁচ) বৎসরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ব্লাকবেল্টধারী হতে হবে। অন্যথায় তিনি ভোটার হিসাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৭.৩.৭ দেশের তিনজন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, সংগঠক ও দানশীল ব্যক্তিকে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনয়ন করবে।

৭.৩.৮ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করবেন।

৭.৩.৯ এসোসিয়েশনের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৭.৩.১০ বিশ্ব এবং এশিয়ান কিক্‌বিক্সং নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৭.৪ **সাধারণ পরিষদের কার্যকাল:**

বাংলাদেশ কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশন সাধারণ পরিষদের কার্যকাল ৪ বছর মেয়াদী হবে।

৭.৫ **সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি:**

৭.৫.১ এসোসিয়েশনের জন্য বাৎসরিক বাজেট তৈরী, আয়-ব্যয় নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

৭.৫.২ গঠনতন্ত্র/বিধি/উপ-বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধনে সহায়তা প্রদান।

৭.৫.৩ এসোসিয়েশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন/উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.৫.৪ এসোসিয়েশনের বাৎসরিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে সাহায্য করা।

৭.৫.৫ এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ সাধারণ পরিষদের সভা

৮.১ সাধারণভাবে বছরে সাধারণ পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে যেকোন অবস্থাতেই চার বছরে অন্ততঃ দুটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২ বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি বছরের অন্যান্য সময়ে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবে।

৮.২.১ **সাধারণ পরিষদের সভার আলোচ্যসূচি:**

বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, অর্থ সংগ্রহ, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ভোট, সুবিধা-অসুবিধা, গঠনতন্ত্র সংশোধন, উপ-বিধি তৈরী, বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি অনুমোদন, অডিট রিপোর্ট অনুমোদন, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ বিবিধ বিষয়।

৮.২.২ **সভার কোরাম:**

সাধারণ সভায় কোরাম বলতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বুঝাবে।

৮.২.৩ **জরুরী ও মূলতবী সভা:**

জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সাধারণ পরিষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে। যদি সাধারণ পরিষদের সভা কোরামের জন্য অনুষ্ঠিত হতে না পারে সেক্ষেত্রে যেকোন দিন মূলতবী সভা আহ্বান করা যাবে, তবে এ মূলতবী সভা আহ্বানের জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

৮.২.৪ সভার নোটিশ:

ক) এক মাসের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

খ) জরুরী প্রয়োজনে বা গুরুত্বপূর্ণ কোন কারণে/সাধারণ পরিষদ সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত বক্তব্যের আলোকে এ সভা যে কোন সময় ডাকা যাবে। সেক্ষেত্রে ১৫ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৯: সাধারণ পরিষদের সদস্য পদ বাতিল

ক) যদি তিনি ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হন;

ঞ) যদি তিনি এসোসিয়েশন কর্তৃক শৃঙ্খলামূলক বিষয়ে দণ্ডিত হয়ে বহিস্কৃত হন;

গ) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল হলে:

ঘ) অনুচ্ছেদ-৬ এ বর্ণিত সদস্যপদের ধারা ভঙ্গ করলে;

ঙ) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

অনুচ্ছেদ-১০: নির্বাহী পরিষদ

ফেডাশেনের কার্যানির্বাহী পরিষদ ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট কর্মকর্তা/সদস্য দ্বারা গঠিত হতে পারে।

১০.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

সভাপতি	-	০১ জন
সহ-সভাপতি	-	০৪ জন
সাধারণ সম্পাদক	-	০১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক	-	০৫ জন
কোষাধ্যক্ষ	-	০১ জন
সদস্য/সমস্যা	-	১৬ জন

মোট = ২৫ জন

১০.১.২ সভাপতি সরাসারি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

১০.১.৩ সহ-সভাপতি হতে কার্যনির্বাহী পরিষদের অপরাপর সব কর্মকর্তা ও সদস্য সাধারণ পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

১০.১.৪ কিক্‌বিক্সং এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদের একজন মহিলা সদস্য পদ সংরক্ষিত থাকবে।

১০.১.৫ কার্যনিবাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে সেক্ষেত্রে পরিষদ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে উক্ত পদ পূরণ করতে হবে।

১০.১.৬ কার্যকরী পরিষদের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সেক্ষেত্রে সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে একটি অনধিক ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি ৩ (তিন) মাস সময়সীমার জন্য গঠন করবে এবং নির্বাচন সম্পন্ন করবে।

১০.২ কার্যকরী পরিষদের সময়সীমা:

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের কার্যকাল গ্রহণের সময় হতে ৪ (চার) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি প্রয়োজনে /গুরুতর সুনিদিষ্ট কারণে এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত মতামত গ্রহণ করে এসোসিয়শনের কার্যকরী পরিষদ বাতিলে ঘোষণা করতে পারেন।

১০.৩ কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের মনোনয়ন/নির্বাচন:

ক) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদ সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

খ) অনুচ্ছেদ ১০.১.১ ও ১০.১.৪ ব্যতীত সকলকেই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদের সদস্য হতে হবে।

১০.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য:

প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, টেকনিক্যাল বিষয়াদি সম্পন্ন, বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয় নির্ধারণ, অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে এসোসিয়েশনকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সাধারণ পরিষদ/নির্বাহী পরিষদ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করা।

১০.৫ নির্বাহী কমিটির সভা ও কোরাম:

এসোসিয়েশনের তিন ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হবে:

ক) **বিশেষ সভা:** সভাপতি বিশেষ প্রয়োজনে ৭ দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ক-১) **জরুরী ও অতিজরুরী সভা:** ২৪ ঘণ্টা এবং আরো কম সময়ের নোটিশে এ সভা আহ্বান করা যাবে।

খ) **তলবী সভা:** কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সভাপতি তলবী সভা আহ্বান করবেন। আবেদনের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু এ সভায় আলোচনা হবে না।

গ) **মূলতবী বা স্থগিত সভা:** যদি কার্যকরী পরিষদের কোন সভা কোরামের জন্য অনুষ্ঠিত হতে না পারে তা হলে উক্ত সভা যে কোন দিন আহ্বান করা যাবে, এ মূলতবী সভার কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ঘ) **কোরাম:** সভায় কোরাম বলতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বুঝাবে।

১০.৬ নির্বাহী পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ:

নতুন কার্যকরী পরিষদ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। এই সময়ের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণে জটিলতা দেখা দিলে সভাপতি নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ করতে দ্রুত দায়িত্বভার গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-১১: নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১১.১ সভাপতি:

ক) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসেবে গণ্য হবেন।

খ) প্রধান হিসেবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) সভায় সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট হলে সভাপতি তাঁর সিদ্ধান্তমূলক ভোট দিতে পারবেন।

ঙ) জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে তা সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে এরূপ সিদ্ধান্ত পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

চ) প্রয়োজনবোধে তাঁর কাজের আংশিক দায়িত্ব সহ-সভাপতিকে দিতে পারবেন।

ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে অন্য কাউকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। তবে তাঁকে অবশ্যই সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে হবে।

১১.২ সহ-সভাপতি:

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালনকাল তিন মাসের উর্ধ্বে হলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

১১.৩ সাধারণ সম্পাদক:

ক) সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ পরিষদের সভা ও নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান এবং এর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। উক্ত কার্যবিবরণী তিনি পরবর্তী সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খ) সকল দলিলপত্রাদি, রেকর্ড এবং সম্পত্তির দায়-দায়িত্বের নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

গ) এসোসিয়েশনের পক্ষে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

ঘ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল কার্য সমাধা করবেন।

ঙ) জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ইমপ্রেষ্ট মানি হাতে রাখতে পারবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করবেন।

চ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত সকল উপ-কমিটির পদাধিকার বলে সদস্য থাকবেন।

ছ) মাসিক কার্যবিবরণী তৈরী/সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।

জ) তিনি যুগ্ম সম্পাদকদের দায়িত্ব বন্টন করবেন।

১১.৪ যুগ্ম সম্পাদক:

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক-১, তার অনুমোদিত কার্যাবলী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। যুগ্ম সম্পাদক-২, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

১১.৫ কোষাধ্যক্ষ:

ক) এসোসিয়েশনের যাবতীয় টাকা গ্রহণ এবং উক্ত টাকা তিনদিনের মধ্যে ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন।

খ) এসোসিয়েশনের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবের দায়িত্ব পালন এবং তা কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য দাখিল করবেন।

গ) প্রতি বছরের বাজেট তৈরী করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

ঘ) কোষাধ্যক্ষ মাসিক হিসাবের বিবরণী তৈরী করবেন ও অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

১১.৬ কার্যনির্বাহী সদস্য:

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত হয়ে সভার কাজ অনুমোদন/সুপারিশ করবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন।

গ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-১২: বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন:

সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন খেলা, প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠনপূর্বক তাদের কার্য পরিধিসহ বিস্তারিত বিধানাবলী অনুমোদন করে দিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৩: নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূন্য ও বাতিল:

১৩.১ শূন্য হওয়ার কারণ:

ক) মৃত্যুবরণ করলে।

খ) পদত্যাগ করলে।

গ) নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য পদ বাতিল করলে।

ঘ) অপ্রকৃতস্থ হলে।

ঙ) ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে দণ্ডিত হলে।

১৩.২ বাতিল হওয়ার কারণ:

ক) নিয়ম বর্হিভূত কাজ করলে।

খ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সভায় নিয়মিত পরপর ৩টি সভায় উপস্থিত না থাকলে।

গ) এসোসিয়েশনের কাজে সহযোগিতা না করলে।

ঘ) দলাদলি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে।

ঙ) খেলাধুলায় পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ প্রমাণ হলে।

চ) নির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাহায্য সহযোগিতা না করলে।

১৩.২ শূন্য পদ পূরণ/পুনঃপ্রাপ্তিঃ

ক) কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হলে এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনের পর উক্ত পদ পূরণ করবেন।

খ) কোন এসোসিয়েশন সদস্যের উপর অনুচ্ছেদ ১৩.১ এর (গ), (ঙ) এবং ১৩.২ এর নিষেধাজ্ঞা থাকে এবং পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহার অথবা সদস্য নিজে সংশোধন পূর্বক সদস্য পদের জন্য পুনরায় আবেদন করেন এবং সেই আবেদন এসোসিয়েশন কর্তৃপক্ষ যদি গ্রহণ করেন তাহলে তিনি এসোসিয়েশনের সদস্য পদ পেতে পারেন।

অনুচ্ছেদ-১৮: এসোসিয়েশনের হিসাব-নিরীক্ষা ও কার্যক্রমের বিবরণ:

প্রতিবছর ১লা জুলাই হতে পরবর্তী বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদকের সহায়তায় এসোসিয়েশনের বার্ষিক কার্যক্রম ও বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। অনুমোদনের পর দেশের রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবে।

অনুচ্ছেদ-১৫: তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা:

ক) সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, বিদেশ হতে প্রাপ্ত অনুদান/ সংস্থা, পৃষ্ঠপোষক হতে প্রাপ্ত দান/চাঁদা/ খেলার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ/ বিজ্ঞাপন, এফিলিয়েশন ফি, পরীক্ষার ফি, নবায়ন ফি, টীম এন্ট্রি ফি, খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এসোসিয়েশনের তহবিল হিসাবে গণ্য হবে।

খ) এসোসিয়েশনের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল অর্থ বাংলাদেশের যেকোন সরকারী, আধা-সরকারী/অনুমোদিত ব্যাংকে জমা রাখা হবে।

গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যেকোন দু'জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে এসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা হবে।

অনুচ্ছেদ-১৬: কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিল:

এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদ সদস্য/নির্বাহী সদস্য/বিশিষ্ট ব্যক্তি/খেলোয়াড়/সরকারী, আধা-সরকারী সংস্থার দান/চাঁদা/বিজ্ঞাপন বাবদ আয়-ব্যয় দ্বারা একটি কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিল গঠিত হবে। এ অর্থ দুঃস্থ, মেধাবী, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ কোচ ও খেলোয়াড়দের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিল একটি কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১৭: অর্থ বৎসর:

আর্থিক বছর বলতে ১লা জুলাই হতে পরবর্তী বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত সময়কে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-১৮: দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতায়/অন্যান্য কার্যক্রম প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে যোগ্যতা/ রেজিস্ট্রেশন:

ক) প্রতিটি বিভাগ, জেলা, সংস্থা, ক্লাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সকল সাধারণ পরিষদের সদস্যকে নির্ধারিত ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রতিবছর ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রদান করতে হবে। অন্যথায় তিনি/প্রতিষ্ঠান কোন কার্যক্রম/নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবে না।

খ) এসোসিয়েশন সদস্যদের অবশ্যই কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশনের সদস্য হতে হবে।

গ) সার্ভিসেস ক্রীড়া সংস্থাসমূহ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র খেলোয়াড়গণ কেবলমাত্র স্ব-স্ব সংস্থায় কর্মরত খেলোয়াড়দের দ্বারাই গঠিত হবে এবং উক্ত খেলোয়াড়দের উপর ঐ সংস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।

ঘ) অনুচ্ছেদ-৬.১.১, ৬.১.২ ও ৬.১.৩ এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র নিজ নিজ সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। কোন ক্লাব বা সংস্থার অন্তর্ভূক্তকারী কোন দল/ লীগ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে না। ইচ্ছা করলে প্রতিবছর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে, তবে কোনক্রমে এসোসিয়েশনের নির্ধারিত গঠনতন্ত্র বহির্ভূত হতে পারবে না। উপরোক্ত সংস্থাত্রয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঙ) অনুচ্ছেদ-৬ এ উল্লেখিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রী দ্বারা গঠিত হবে এবং খেলোয়াড়দের উপর প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

চ) যে কোন কিক্‌বক্সিং খেলোয়াড়/ক্লাবের জন্য এসোসিয়েশন কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।

ছ) কোন কিক্‌বক্সিং খেলোয়াড় একের অধিক ক্লাব/সমিতি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন হতে পারবে না এবং অন্য কোন মার্শাল আর্ট যেমন কারাতে, জুডো, কুংফু, উসু, তায়কোয়ানডো বা বক্সিং খেলার সাথে তার কোন সংশ্রব থাকতে পারবে না। এরূপ খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে এসোসিয়েশন যেকোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে।

জ) রেজিস্ট্রেশনকৃত খেলোয়াড় প্রতিষ্ঠানকে কিক্‌বক্সিং এর নিয়ম-কানুন মেনে চলার অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে হবে।

ঝ) এসোসিয়েশনভুক্ত প্রতিটি সদস্য/ক্লাব/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বিদেশ সফরের পূর্বে দলের পূর্ণ তালিকা, জীবন-বৃত্তান্ত/ছবি এসোসিয়েশনে এক মাস পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নিতে হবে।

ঞ) এসোসিয়েশন কর্তৃক গঠিত কমিটি বিদেশ সফর/প্রতিযোগিতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে।

ট) এসোসিয়েশনের কোন কর্মকর্তা এসোসিয়েশন সংশ্লিষ্ট কোন কাজে বিদেশ সফর/ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শেষে ১৫ দিনের মধ্যে কর্মকর্তা/দলনেতাকে একটি রিপোর্ট নির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করতে হবে।

ঠ) কিক্‌বক্সিং প্রতিযোগিতা/বিদেশ সফরের পূর্বে এসোসিয়েশন যে সকল বিধি, উপ-বিধি প্রণয়ন করবে তা অবশ্যই সকলকে অনুসরণ করতে হবে।

ড) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, জাতীয় দলে/প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত খেলোয়াড়কে বিদেশ সফর/প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য ছাড়পত্র দিতে বাধ্য থাকবে।

ঢ) দলের কর্মকর্তা/খেলোয়াড় এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ/চীফ কোচ কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে।

ণ) কোন সংস্থা/সমিতি অথবা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার পর কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ/দলে যোগদান থেকে বিরত থাকে তাহলে এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদ তার/দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ত) WAKO (World Association of Kickboxing Organization) এবং এসোসিয়েশনের বিধি, উপ-বিধি মোতাবেক এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত সকল প্রতিযোগিতা/খেলা পরিচালনা/প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১৯: প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি

ক) এসোসিয়েশনে একজন প্রধান প্রশিক্ষক থাকবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবেন।

খ) কিক্‌বক্সিং এসোসিয়েশনের কোচ, রেফারী ও অন্যান্য কর্মকর্তা/দল বিনা অনুমতিতে দেশে/বিদেশে কোন কার্যক্রম চালাতে পারবে না।

গ) এসোসিয়েশনের কোচ, রেফারী সংক্রান্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্বাহী পরিষদ/প্রধান প্রশিক্ষক কর্তৃক সুপারিশের প্রয়োজন হবে।

ঘ) এফিলিয়েটেড সংস্থা/ক্লাবসমূহের সিলেবাসসমূহ যেকোন বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষা ও ফলাফল এসোসিয়েশনের প্রধান প্রশিক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতি স্বাক্ষরিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২০: বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী

এসোসিয়েশন আর্থিক বছর শুরুতে বছরের কার্যক্রম, দেশে ও বিদেশে প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের উপর একটি ক্রীড়াপঞ্জী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রেরণ/বাস্তবায়ন করবে।

অনুচ্ছেদ-২১: সিদ্ধান্ত/শাস্তি/আরবিট্রেশন

ক) কোন ঘটনা বিধি বা নিয়ম-কানুন বা সমস্যাদি যদি গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকে তা হলে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খ) ক্লাব/সংস্থা/সমিতি ও জেলাসমূহ হতে যে কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কোন প্রতিবেদন কার্যকরী পরিষদে প্রেরণ করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে ঐ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং ইহাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

গ) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী যে কোন কর্মকর্তা/ খেয়োয়াড় খেলা চলাকালীন ও পরে অথবা পূর্বে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা/সদস্যকে অপমান, অপদস্থ, গালাগালি, দলাদলি অথবা অসদাচরণ করে তাহলে অপরাধের গুরুত্ব মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদ অপরাধী/সংস্থা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।